দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 28 SEP 1998
পৃঃ ৭ কলাম ৩

কিশোরীদের

সমস্যার অন্তঃ নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মানুষের সৃষ্ট যেকোন দুর্যোগই দেশে ঘটুক না কেন, তার প্রভাব পরিবারগুলোতে পড়বেই। পরিবারে যখন দুর্যোগ আসে তখন প্রথমেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশু, নারী ও কিশোরী। পরিবারে আর্থিক অনটন, কিশোরীর স্কুলে যাওয়া বন্ধ, পরিবারে অর্থ সংকট। একই বয়সের কিশোর-কিশোরী আছে পরিবারে। দেখা যাবে, কিশোরীকেই তার অন্ন-বস্ত্রের সন্ধানে ঘর ছেড়ে বাইরে আসতে হচ্ছে, সমবয়সী ভাইটির কর্মসংস্থানের পূর্বে। কারণ বাসার কাজে, গার্মেন্টিসের কাজে কিশোরীর চাহিদা আছে। বাসার কাজে সুবিধা এই যে, এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। শুধু পূর্ব-পরিচয় থাকলে ভাল। বিশ্বাসে ঘাটতি পড়লে যাতে সনাক্ত করা যায় সহজে।

শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ, দীর্ঘ স্থায়িত্বের বন্যার পরে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী, গরীব মানুষের পরিবারের কিশোরীরা যে সমস্যার সম্মুখীন হবে তা হলো, তাদের অনেকের স্কুলে যাওয়া বাধাগ্রস্ত হবে। তারা ঝরে পড়বে স্কুল থেকে বার্ষিক পরীক্ষার আগেই। সকল কিশোরী বৃত্তি পায় না। ভাল ছাত্রীরাই বৃত্তি পায়। গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নারী শিক্ষার ঢোলের শব্দে এতোদিনে চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছেন ঘরের কিশোরীটির দিকে। ভেবেছেন, অবৈতনিক যখন কিশোরীকে স্কুলে দেয়া যাক এবার। প্রাথমিক বিদ্যালয় ডিঙোনোর পরে ঘরেইতো বসে আছে। যাক না আবার স্কুলে। অভিভাবকগণ হয়তো কন্যাকে এবারই ভর্তি করিয়েছেন উচ্চ বিদ্যালয়ে। সরকার যদিও সবাইকে আরো দু'এক মাস প্রয়োজনে রিলিফ প্রদানের কথা ঘোষণা করেছেন। ঋণ মওকুফেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে দারিদ্র্য বিমোচনের ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেছেন। তবুও শেষ রক্ষা করা বেশ কঠিন হবে বলে মনে হলে আবার শুরু করা কষ্টকর। ঢাকাতে, বেইলী রোডের অফিসার কলোনীতে বিভিন্ন বাসায় কর্মরত কিশোর-কিশোরীদের পড়ালেখার জন্য একটি স্কুল আছে। বিকাল বেলা ১১নং বিল্ডিং-এর সিঁড়ির গোড়ায় এই কিশোর-কিশোরীদের পাঠশালা বসে। একজন তরুণী শিক্ষিকা, একটি ব্ল্যাকবোর্ড, চক-ডাষ্টার এবং একটি নাম ডাকার খাতা। ব্যস! এই হলো স্কুল। ছাত্র-ছাত্রীদের বই-খাতা, শ্লেট-পেন্সিল আছে। ঘর থেকে বসবার মাদুর বা পাটি নিয়ে আসে। কিশোরীদের সংখ্যাই বেশী এই পাঠশালাতে। পরিচ্ছন্ন পড় য়াদের দেখে আনন্দ জাগে মনে। ওরাও শিক্ষার আলোতে নিজেদের আলোকিত করার সুযোগ পেয়ে উল্লসিত। এমন কি সব জায়গাতে করা যাবে? যদি করা যায়ও, তাহলেও একটি সমস্যা দেখা দেবে। স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ এতে থাকবে না। বছর ঘুরলে নতুন ক্লাসে ওঠবার; প্রথম, দ্বিতীয় হবার গৌরব এতে থাকবে না। কিন্তু নগদ লাভ যা হলো তা এই, শিক্ষার সুযোগ পাওয়া গেলো। চোখ থাকতে অন্ধ হতে হবে না। অন্ততঃ নিজেকে উন্নত ও বিকশিত করার, সংসারের মধ্যে চিন্তা ও চেতনার একটা গুণগত পরিবর্তন আনা যাবে বা সেই প্রচেষ্টা চালানোর সুযোগ সৃষ্টি হবে। বাংলাদেশের আশি হাজারের মত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র এক কোটি আশি লক্ষ বালক-বালিকা লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশে বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহও উদ্‌যাপিত হলো ঘোরতর মহাপ্লাবনের মধ্যে। এই উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচী নেয়া হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে বিশ্বজুড়ে প্রথম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে এই দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৯০ সালে 'সবার জন্য শিক্ষা' শ্লোগানের মধ্য দিয়ে সাক্ষরতা বিষয়ক কর্মসূচীতে নতুনভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়।